DR. SHYAMA PRASAD MOOKERJEE
MEMORIAL CELEBRATION

HIS LIFE AND CONTRIBUTION
AND
A ROAD MAP FOR IKS STUDIES

PUBLISHED BY
THE IQAC

WITH

PRINTING AND PUBLISHING CELL
DR. A.P.J. ABDUL KALAM GOVRENMENT COLLEGE,
NEW TOWN, RAJARHAT

ON
THE 125TH BIRTH CENTENARY OF DR SYAMA PRASAD MOOKERJEE
6TH JULY, 2026

CONTENTS

1. NOTE FROM THE DESK OF THE OFFICER-IN-CHARGE

2. NOTE FROM THE IQAC COORDINATOR

3. THE GLORIOUS LIFE OF DR. SYAMA PRASAD MOOKERJEE: A TIMELINE

STUDENT SECTION

1. ESSAYS BY STUDENTS OF DR. A.P.J. ABDUL KALAM GOVERNMENT COLLEGE:
   TITLE MONDAL: https://www.apjakgc.in/wp-content/uploads/2026/07/TITLI-MONDAL.-ESSAY.-FIRST-POSITION.pdf
   SUVO GHOSH: https://www.apjakgc.in/wp-content/uploads/2026/07/SUVO-GHOSH.-ESSAY-.-SECOND-POSITION.pdf
   TAPU SARKARhttps://www.apjakgc.in/wp-content/uploads/2026/07/SUVO-GHOSH.-ESSAY-.-THIRD-POSITION.pdf

FACULTY SECTION

1. PROGGYA GHATAK, ASSISTANT PROFESSOR IN ANTHROPOLOGY

2. ARIKTAM CHATTERJEE, ASSISTANT PROFESSOR IN ENGLISH

FROM THE DESK OF THE OFFICER-IN-CHARGE, DR. A.P.J. ABDUL KALAM GOVT. COLLEGE

ড. এপিজে আব্দুল কালাম সরকারি কলেজের প্রথম ই-পত্রিকা এটি।
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা প্রকাশ করছি এই ই-পত্রিকাটি। ২৪ জুন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস থেকে এক পক্ষ কাল ধরে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রধানত বক্তৃতা, রচনা, বিতর্ক, ক্যুইজের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করছে। সরকারি লেখ্যাগার থেকে তারা সংগ্রহ করেছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন আলেখ্য এবং বিভিন্ন তথ্য।
এইভাবেই পক্ষকালটি হয়ে ওঠে ছাত্রছাত্রীদের আহরণের কাল। সৃজনের কালও বটে। তাদের তিনটি লেখা থাকছে এই ই–পত্রিকায়।
এই উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের পাশে ছিলেন তাদের অধ্যাপকবৃন্দ। অধ্যাপকদের বক্তৃতা, পরামর্শ সবই ছাত্রদের জন্য ছিল অমূল্য। অধ্যাপকদেরও তিনটি লেখা থাকছে এখানে।
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখাপাধ্যায়ের জন্মদিনে ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস অন্বেষণের স্মারক হয়ে থাকল কলেজের এই পত্রিকাটি।

মৌসুমী চক্রবর্তী
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ড. এপিজে আবদুল কালাম সরকারি কলেজ

INTRODUCTION BY THE COORDINATOR, IQAC

As par the directive of the Directorate of Higher Education, Government of West Bengal, Dr. Abdul Kalam Governemnt College, New Town, has taken a small and introductory step in presenting an e-publication which appraises us about the life and time of Dr. Syama Prasad Mookerjee and also serve as a platform for publishing our thoughts within the academic purview of Indian and Indegenous Knowledge Systems. The present volume presents articles from students of different government colleges and faculties from this college. We are sure that this will be the first of many more such publications to follow.

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি (১৯০১-১৯৫৩)

BY DR. AVIJIT SAHA

জন্ম:
৬ জুলাই, ১৯০১ কলকাতা

বিদ্যালয় শিক্ষা:
১৯০৬ সালের ২৩ জুলাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর ব্রাঞ্চে ভর্তি।
১৯১৭ সালে মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি সহ মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

উচ্চ শিক্ষা:
১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ। প্রথম স্থান অর্জন।
১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন।
১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ভাষায় (বাংলা) প্রথম শ্রেণী প্রথম হয়ে এম. এ ডিগ্রী লাভ। বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ পরীক্ষা দান। এম. এ-তে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক।

বিবাহ ও পারিবারিক সংকট:
১৯২২, ৬ এপ্রিল সুধাদেবীর সাথে শুভ পরিণয় এবং চার সন্তানের পিতা হন। এর মধ্যে দুইজন কন্যা সন্তান, আর দুইজন পুত্র সন্তান। ১৯২৪ সালে পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন। ১৯৩৩ সালে পত্নীবিয়োগ।

আইনী ডিগ্রী অর্জন:
১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম। ১৯২৬ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত গমন এবং লিনকন'স ইন-এ যোগদান। ১৯২৭ সালে বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস।

শিক্ষা প্রশাসন:
১৯২৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্যপদ লাভ। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের সদস্য রূপে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি এই কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন এবং পুনরায় স্বতন্ত্র সদস্য রূপে নির্বাচিত হন।

১৯৩২ বাংলা ভাষায় ম্যাটিকুলেশনে পড়াশোনা ও পরীক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাপনা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপক রূপে নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য:
১৯৩৪-১৯৩৮ এই সময়কালের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ৩৩ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য। উপাচার্য হিসেবে পিতার নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করার চেষ্টা। ১৯৩৪ সালে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের ডীন এবং পোস্ট গ্যাজুয়েট কাউন্সিল অফ আর্টসের ও সাইন্সের সভাপতির পদ অর্জন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে থাকাকালীন সময়ে তাঁর উদ্যোগে গৃহীত বেশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার স্তর অবধি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।

কৃষি বিদ্যাকে গুরুত্ব প্রদান করে কৃষিতে ডিপ্লোমা কোর্স চালু।

১৯৩৪ সালে বিহারিলাল মিত্র ট্রাস্টের দেওয়া অনুদান ফান্ড ব্যবহার করে নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (হোম সায়েন্স) সহ বহু প্রকল্প চালু করা।

বি. এ কোর্সে হিন্দি ভাষাকে যুক্ত করা হয়। বাংলা ও হিন্দি এবং উর্দু ভাষাতে বি.এ সাম্মানিক কোর্সের অনুমোদন ও চালু।

বৈজ্ঞানিক শব্দাবলীর অনুবাদের জন্য বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের উদ্যোগ। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য জন্য পৃথক বিভাগ গঠন।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় সেই ব্যাপারে সিদ্বান্ত গ্রহণ। বাংলা বানানের মান নির্ধারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি বিভাগের জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করে ছাত্রদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দান। কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ব্যবস্থাপনা।

যুবসমাজকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মিলিটারি প্রশিক্ষণ প্রবর্তন।

প্রত্নতত্ত্ব, বাংলার অতীত শিল্প ও ঐতিহ্যের উদ্ধারের উদ্যেশ্যে ১৯৩৭ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মিউজিয়াম স্থাপন।

১৯৩৫ সাল থেকে ২৪ জানুয়ারি দিনটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত।

১৯৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি প্রথম ঘটনা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন। বিদ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে ছাত্র কল্যাণ দফতর প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষাবিদ ও উপাচার্য হিসেবে অন্যান্য সম্মান প্রাপ্তি:
১৯৩৫ সালে ব্যাঙ্গালোর স্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের কোর্ট এবং কাউন্সিলের সদস্য।

১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে পুনরায় আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত।

১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রাপ্তি এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল.এল. ডি উপাধি প্রাপ্তি।

সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ:
১৯৩৯ সালে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে যোগদান।

১৯৪০ সালে নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি। ১৯৪০-৪৪ এই সময়কালে হিন্দু মহাসভার বাংলার শাখার সভাপতির দ্বায়িত্ব পালন।

১৯৪১-১৯৪২ ফজলুল হকের প্রগতিশীল মোর্চার অর্থমন্ত্রীর দ্বায়িত্ব পালন। এই প্রগতিশীল মোর্চার মেয়াদ ছিল ১১.১২.১৯৪১ থেকে ২০.১১.১৯৪২। অর্থাৎ মাত্র ১১ মাস।

১৯৪২ সালে মেদিনীপুর ও অন্যত্র আগস্ট আন্দোলনের ওপর দমননীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ।

১৯৪৩ সালে বাংলার মন্বন্তরে আর্ত মানুষকে সাহায্যের জন্য ত্রাণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্যেশ্যে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন।

১৯৪৪ সালে ‘ন্যাশনালিস্ট’ নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিষ্ঠা। বিলাসপুরে সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৪৫ সালের ২৩ নভেম্বর মাসে ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস’ পালনে সরকারের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন।

১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষদের সাহায্যদান। ১৯৪৬-১৯৫১ উদ্বাস্তুদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা। বহু উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত সর্বহারা হিন্দুদের সাহায্যার্থে ‘হিন্দু ন্যাশনাল গার্ডে’র (১৯৪৬) প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৬ সালে পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বাংলার আইনসভার সদস্য রূপে নির্বাচিত। অর্থাৎ ১৯৩৭-১৯৪৭ এই সময়কাল পর্যন্ত বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৪৬ সালে বাংলা থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। সুরাবর্দী ও শরৎচন্দ্র বসু কর্তৃক পরিকল্পিত স্বাধীন যুক্ত বাংলার পরিকল্পনার বিরোধিতা। অখন্ড বাংলার এক অংশকে ভারত ইউনিয়নে যুক্ত করার জন্য আন্দোলন ও জনমত গঠন।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতে ভোটাভুটি।
অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ নামক একটি নতুন রাজ্যের সৃষ্টি।

স্বাধীনতার পরবর্তী পরিস্থিতি:
স্বাধীন ভারতে প্রথম জাতীয় সরকারে শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী। অনেকের মতে, ভারী শিল্প মন্ত্রী হিসেবে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক ও শিল্প নীতির ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতির নীতি গ্রহণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

১৯৫০ সালের ০৮ এপ্রিল নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তি বা দিল্লী চুক্তির বিরোধিতা। ফলত এর পূর্বে ০৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ।

১৯.০৪.১৯৫০-এ পার্লামেন্টে নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তির বিরোধিতা করে বক্তৃতা প্রদান এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ।

কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ১৯৫১ সালে 'অল ইন্ডিয়া পিপলস্ পার্টি' প্রতিষ্ঠা। 'দি পিপলস্' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ।

১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর দিল্লীর রাখোমল আর্য কন্যা বিদ্যালয়ে অনেকের উপস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' (BJS) নামক একটি সর্বভারতীয় দলের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা থেকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত।

১৯৫১-৫২ মূলত এই সময়কাল থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর সমস্যার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে প্রজা পরিষদ পার্টির সম্পূর্ণ জম্মু-কাশ্মীরের ভারত ভূক্তির দাবীকে সমর্থন।

১৯৫৩ সালের ০৫ মে 'কাশ্মীর দিবস' পালনের জন্য জোরালো আহ্বান।

জম্মু কাশ্মীরকে ভারত ভূক্তির দাবী জানিয়ে ০৫ মার্চ দিল্লি রেলস্টেশন থেকে চাঁদনিচক অবধি শোভাযাত্রা করেন। দিল্লিতে ১৪৪ ধারা জারী করে সেই মিটিং ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিক্ষোভে সামিল হলে গ্রেপ্তার হন। অবশেষে তিনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হেবিয়াস কর্পাস আইন অনুযায়ী ১১ মার্চ মুক্তি পান।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় জম্মু ও কাশ্মীরে বিনা পারমিটে প্রবেশের অধিকারের দাবি।

জম্মু-কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদানকারী ৩৭০ ধারার বিলোপের দাবি। এই ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল "এক দেশে দুটো নিশান, দুটো প্রধান, দুটো বিধান চলবে না।"

০৮ মে দিল্লি থেকে কাশ্মীরের উদ্যেশ্যে যাত্রা শুরু। দিল্লি থেকে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ট্রেনে সহযাত্রী ছিলেন গুরুদত্ত বৈদ্য, অটল বিহারী বাজপেয়ী, টেকচাঁদ শর্মা এবং বলরাজ মাধোক। এছাড়া বেশ কিছু সাংবাদিকও ছিলেন।

১৯৫৩ সালের ১০ মে পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করার চেষ্টা। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে পাঞ্জাব থেকে রাভী নদীর সেতু অতিক্রম করে জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করলে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ কর্তৃক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর দুই সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অতঃপর ১১ মে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। গুরুদত্ত বৈদ্য এবং টেকচাঁদ শর্মাকে ঐ একই আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পরে তিনজনকেই শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করা হয়।

বন্দী করার পর ১১ মে থেকে শ্রীনগরের নিশাত বাগের হীদার ভিলা নামক একটি ছোট বাড়িতে (আদতে সাব-জেল) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আমৃত্যু বন্দী রাখা হয়েছিল। মৃত্যুর একদিন আগে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই বাড়ীটি শ্রীনগর থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

১৯ জুন থেকে Dry pleurisy ও করোনারি আর্টারির সমস্যা বৃদ্ধি।

১৯৫৩ সালের ২২ জুন দুপুর ১২ টা নাগাদ গভীর অসুস্থতার জন্য নার্সিংহোমে ভর্তি।

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন রাত ৩.৪০ নাগাদ মৃত্যু।

জম্মু- কাশ্মীরে ছয় সপ্তাহের বন্দী জীবন ।

২৪ জুন সকাল ৯ টার সময় বিমানে শ্রীনগর থেকে তাঁর মরদেহ রওনা দিয়ে রাত ৯ টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

পরের দিন ২৪ জুন কলকাতা শহরে শবদেহ নিয়ে বিশাল শোকমিছিল এবং অন্তোষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।
ঋণস্বীকার: অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাজীবন শ্যামাপ্রসাদ’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লী, ২০১৬।

STUDENT CORNER

LINKS FOR ESSAYS THAT WON THE ESSAY COMPETITION IN THE COLLEGE:

1SThttps://www.apjakgc.in/wp-content/uploads/2026/07/TITLI-MONDAL.-ESSAY.-FIRST-POSITION.pdf

2ND : https://www.apjakgc.in/wp-content/uploads/2026/07/SUVO-GHOSH.-ESSAY-.-SECOND-POSITION.pdf

3RD: https://www.apjakgc.in/wp-content/uploads/2026/07/SUVO-GHOSH.-ESSAY-.-THIRD-POSITION.pdf

FACULTY CORNER

Her Story: From Disease to Village to Mother Goddess

Dr. Proggya Ghatak, Assistant Professor, Social Anthropology, Dr. APJ.Abdul Kalam Government College, Newtown, West Bengal. proggyaghatak@gmail.com

Sitala, the goddess of smallpox found throughout Indian Subcontinent under the same name; village titularies under various names, for contagious and epidemic diseases. The association of diseases with myths, legends and memories conceptualized in the early medieval narrative of 'Sitalamangal'. The Sacred journey of Goddess Sitala in Bengal and circumambulation is as equally important cultural symbol. The shift from orally transmitted tales to popular printed literature of Sitala Cult is a crucial for standardization. The paper will analyse how the growing concern for household and community protection from epidemic diseases, welfare of children and community has resulted the development of Sitala Cult in West Bengal. Sitala is a pre-Aryan goddess, worshipped by tribals of Bengal, Assam, Bihar and Orissa. Texts written in the 17th and 18th centuries as paeans (Mangal Kavya) elaborated Sitala Saga. She was the goddess of smallpox appeared in the Skandapurana and the Bhava Prakash, a Sanskrit ayurvedic medical text, allegedly quotes from this Purana in discussion concerning the cure of poxes. Sitala is commonly known as the goddess of smallpox and disease but may also be referred to as the Queen of Disease (Roga Raja), Lord of Pestilence (Vyadhi Pati), or Mother of Poxes (Basenta Raya). Her name means the "Cool One" which is thought to be derived from her mythical birth from the cooled ashes of the sacrificial fire. Sitala is one of the many Hindu mother goddesses who are known for their benevolence and dreadfulness.

Sitala, born of cooled ashes, is by nature cold. As a result, maintaining the necessary balance between hot and cold is for her a delicate matter. She, 'The Cool One, is more easily burned than are others. The goddess is able to expend her excess heat and maintain her necessary coolness by burning the sins of her devotees with a bond of devotion and protection. Sitala when heated causes separation and death. The goddess rides on an ass, as a vehicle is unique because the ass is referred as 'Gadha'. It lacks all horselike qualities thus become a symbol of dullness and idiocy. In this context it neither represents sexuality nor disrespect. It represents destruction, devastation and complete infertility. If she is in her terrible form can completely devour vegetation and life. She rides on Ass which is a unique symbol of negative animosity. The broom is refereed in Bengali "jhata or jharu". The function of broom is to remove dirt and dust. The broom is made of straws tied tightly from one side, leaving the other side loose and open. It represents simplest transformation of nature into culture. Broom as an instrument of cleanliness helps in transformation of nature. Its form in itself has a variety of meanings. For instances, the tightly tied side of broom represents unity, order and cleanliness while the open and loose side with scattered positions of straws symbolizes disunity and disorder. It is never placed in the position in which loose and open side is upward because it is believed that it brings disunity, disorder and pollution. Another important practice is the symbolic sweeping or dusting done by the local 'ojha' or 'shaman' to the subject with the broom made of feathers or twigs of some plants like neem. With this ritual, the patients mind and spirit are supposed to be cleansed and a

balance is restored. In this particular context it represents both aspects cleaning and elimination. Pitcher in Bengali is known as “ghara”. It is used to store water particularly in summers. It is used as a device to cool the water. The pitcher resembles the human body in many ways. Its hollowness is like human body which has air as breath or prana inside. Its association with water is very significant because water is a universal symbol of vegetation and life. Pitcher as its container symbolizes human body which contains life. The association of a pitcher with the cult of Sitala emphasis the fertility and life-giving or protecting aspect of the cult. Winnowing is a process of cleaning grain through the winnowing tray. It is called “kulo”. It mediates between purity and impurity. The cult of Sitala is also associated with a particular type of impurity which causes smallpox. The disease in itself is processes which symbolize both the manifestation and outbreak of impurities and ultimately it ends in purification and rejuvenation. As a symbol, it represents the cleaning and curative power of the cult on one side and the mediating and luminal position of the cult on the other.

Sitala’s most prevalent personality is that of the goddess of smallpox. There are interesting discrepancies even within the Sitala cult, but the dominant theme is her association with poxes of various sorts, especially smallpox. It is coolness which links Sitala's various “personalities” the Goddess of Smallpox, the Protector of Children, and the driver of good Fortune. The goddess’ connection with fortresses also linked her to the function of guarding and protecting specific territorial units such as a village or locality or an entire kingdom. The particular association of the goddess with the establishment of forest kingdoms by political adventurers, who were mostly, belongs to lower-caste or tribal origin. The need to please her is the most urgent in rural areas and among the poor. She is worshipped largely by tribal and lower caste populations. A marked trend towards the Brahmanization and gentrification of goddess worship was noticeable particularly from the sixteenth to the eighteenth centuries. The early medieval Puranas and medieval panchalis, mangal kavyas and brata kathas were literary mechanisms in popularizing these faiths and practices not only for religious purposes but more as psychological salve against most imminent concerns. The transformation of the goddess from fierce warrior to benign mother and daughter was, as McDermott explains, symptomatic of a process whereby the deity was ‘softened. elevated, humanized and popularized’. The attribution of widely varying personalities to goddesses is a result of continuous processes of communication between localized little traditions and the more widespread, continuously sanskritzing great traditions. To accept that they have always evolved as society has evolved, that they have been inflected by other cultural influences, that they reflect accretions and adaptations, is to accept that there is no single, definitive, point can be judged and condemned.

अनुवाद सिद्धान्तः भारतीयज्ञानव्यवस्थाया आधारितपद्धतेः विकासाय मार्गनिर्धारणम्

Dr. Ariktam Chatterjee
Assistant Professor, Department of English
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Government College, New Town

भारते प्राचीणकालात् अनुवादस्य बहुधा प्रचलनं भवति । परन्तु भारतीयभाषाविदः, भाषादार्शनिकाः अपि च रसालकांर शास्त्रज्ञाः कदापि स्वप्रबन्धेषु वा भाष्येषु वा अस्मिन् विषये प्रत्यक्षतया न प्रवृत्ताः इति विलक्षणम्। न च भारतस्य आधुनिका: अनुवादविशेषज्ञाः स्वसैद्धान्तिकहस्तक्षेपद्वारा तान् निर्देशांकान् संयोजयितुं प्रयतन्ते । एषः प्रतीयमानः अभावः एतत् तथ्यं न दूरीकरति यत् आधुनिकाः अनुवादसिद्धान्तकाराः येषां पक्षेषु प्रायः सर्वे पक्षाः निबध्नन्ति तेषां विवादेषु प्रवचनेषु च बहुविस्तारेण प्रवृत्ताः सन्ति ।अतः महत्त्वपूर्णं यत् भारतीयज्ञानव्यवस्थायाः आधारेण अनुवादार्थं सैद्धान्तिकरूपरेखा व्यावहारिकमार्गदर्शिका च विकसितव्या।

भारते अनुवादस्य इतिहासः, अपि अर्थस्य, भाषासंरचनायाः, चिह्नसिद्धान्तस्य च सिद्धान्तैः सह दीर्घकालं यावत् संलग्नतायाः सन्ति। एतत् कारणात् दुर्भाग्यं यत् स्वस्य ज्ञानव्यवस्थायाः आधारेण अनुवादस्य सिद्धान्तः अद्यापि स्वस्य अकादमीभ्यः उद्भूतः अस्ति १९९० तमे दशके आरभ्य सर्वेषु प्रमुखेषु भारतीय-अकादमीषु अनुवाद-अध्ययनं सैद्धान्तिक-रणनीतिक-स्तरयोः पाठ्य अभ्यासः च कृतः इति कारणतः अयं खालः अधिकं चकचकितः अस्ति प्रकाशनानां समूहः भारते अनुवादस्य विषये वर्तते, परन्तु ते ऐतिहासिकाः वा सन्ति, अथवा सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-प्रभावानाम्, विभिन्नप्रकारस्य अनुवाद-प्रथानां सन्दर्भाणां च विषये सन्ति न तेषां पद्धतयः न च तेषां निष्कर्षाः भारतीयज्ञानव्यवस्थाभ्यः आगच्छन्ति । महत्त्वपूर्णं विचारं एतानि कार्याणि सन्ति, ते अनुसन्धानस्य एतत् महत्त्वपूर्णं अन्तरं सम्बोधयितुं असफलाः भवन्ति यस्य समीपं गन्तुं पूरयितुं च एषा परियोजना न्याय्यः अस्ति।

भारतीय-अकादमीषु साहित्यिकवृत्तेषु च आईकेएस-आधारितस्य अनुवाद-सिद्धान्तस्य विकासः निम्नलिखितरीत्या गहनं महत्त्वं धारयति ।

क) अनुवाद-अध्ययनस्य सैद्धान्तिक-अभिमुखीकरणं तस्य यूरोकेन्द्रित-पक्षपातात् मुक्तं कुर्वन्तु : भारतीय-ज्ञान-व्यवस्थायाः सर्वैः विषयैः सह गहन-सङ्गतिः अस्ति, येषां विषये यूरोकेन्द्रित-अनुवाद-अध्ययनेषु निबद्धः भवति तथापि छात्राः, शिक्षाशास्त्रस्य बृहत् भागः च अस्य पक्षस्य विषये अनभिज्ञाः सन्ति । अनुवादस्य समीपं गन्तुं सैद्धान्तिकदुर्गरूपेण कार्यं कर्तुं भारतीयज्ञानव्यवस्थायाः क्षमतायाः विषये प्रशिक्षकान् छात्रान् च संवेदनशीलं कर्तुं शोधं बहु दूरं गन्तुं शक्नोति।

ख) अन्तरविषयवार्तालापस्य विकासः : स्पष्टतया अवलोकितं यत् भारतीयव्यवस्थायाः अधिकांशः मौलिकचिन्तकानां स्वविषयाणां समीपगमनस्य समग्रः मार्गः आसीत् यः प्रायः आधुनिकअनुशासनात्मककठोरताद्वारा नियमितः न भवितुम् अर्हति। वाचिकसाक्ष्यविषये प्रवचनं स्वप्रवचनान्तर्गतं संकेतशास्त्रं, व्याकरणं, वैदिकसंस्कारं, लौकिकारीतिरिवाजाः, आयुर्वेदिकनिषेधाः इत्यादयः अन्ये बहवः तत्त्वानि इत्यादयः विषयाः सहजतया समायोजयितुं शक्नुवन्ति फलतः भारतीयज्ञानव्यवस्थायां सिद्धान्तस्य आधारेण प्रायः अन्तरविषयाध्ययनस्य मार्गः उद्घाटितः भवति । तुलनात्मकभाषादर्शनस्य तुलनात्मकानुवादसिद्धान्तस्य च अवसरं सृजितुं शक्नोति, यस्य एकभाषासाहित्यस्य तथा भारतीयविश्वविद्यालयानाम्, संस्थानां, महाविद्यालयानाञ्च तुलनात्मकभाषासाहित्यविभागयोः द्वयोः अपि महत्त्वं भविष्यति।

ग) व्यावहारिकसाहित्यिकअनुवादस्य मार्गदर्शिका : परियोजनायाः एकः भागः काव्यार्थसिद्धान्ताधारितअनुवादस्य एककानां पृथक्करणाय कुन्तकस्य वक्रतायाः विभिन्नप्रतिमानानाम् भेदस्य कार्यान्वयनार्थं समर्पितः अस्ति तस्यैव निकटतया अवगमनं प्रयोगश्च साहित्यिक-विशेषतः काव्य-अनुवादस्य कठिन-ग्रन्थि-कार्य्ये युवानां अनुभविनां च अनुवादकानां सहायतां कर्तुं शक्नोति यत् प्रायः अनुवादकानां कृते दुर्गमसमस्यां जनयति इति भासते।

घ) भारतीयसंकेतविचारानाम् विश्वव्यापी प्रसारः : यद्यपि वर्षेषु भारतीयसैद्धान्तिकचिन्तनस्य अनेके पक्षाः पाश्चात्य-अकादमीषु व्याप्ताः सन्ति तथापि आधुनिक-अनुशासनं पूरयितुं अनुवाद-अध्ययनेषु च मोडरूपेण प्रकटितुं एतेषां विचाराणां पुनर्मापनं भारतीय-ज्ञान-प्रणालीं वैश्विक-अकादमीषु पुनः स्थापयितुं शक्नोति।

आईकेएस-दृष्ट्या अनुवाद-अध्ययनस्य अभ्यासस्य विविध-संभाव्य-विधिषु व्यावहारिकः मार्ग-चित्रः अधः दत्तः अस्ति ।

1. शब्दार्थसम्बन्धनिर्धारण (Ṣābdabodha): अर्थप्रकारनिर्धारणे Ṣābdabodha का प्रयोग : Ṣābdabodha इति शब्दस्य मनिङ्गःस्य च सम्बन्धस्य सिद्धान्तः । न्यायाम् आनुवादः सामान्यतया वैदिकश्लोकानां पुनरावृत्तिः इति निर्दिश्यते, आनुवादवाक्येन च मंत्रविशेषस्य प्रभावशीलतायाः उपरि बलं दत्तम् अपेक्षितम् एते वाक्यानि मुक्त-अर्थयुक्तानि सन्ति - अस्मिन् अर्थे यत् सूचितं वाचकात् पृथक् कर्तुं शक्यते, तस्मात् भिन्न-चिह्न-व्यवस्थायाः अन्तः नूतन-अर्थस्य सम्भावना उद्घाटिता भवति मन्त्राणां तु शक्तिस्तरः भिन्नः भवति, येन तेषां अनुवादः करणीयः भवति । अतः, प्रथमपदपद्धतिः किं अनुवादयोग्यं किं न इति निर्धारणे योगदानं करिष्यति। अस्मिन् कतिपयेषु सैद्धान्तिकेषु आधारेषु अनुवादात्मकतायाः सिद्धान्तः विकसितः भवति ।

2. साहित्यिकअनुवादे इकाईस्तरस्य अनुवाद-एककानां निर्धारणम् : द्वितीयं पद्धतिगतं महत्त्वं काव्यभाषायां अर्थनिर्धारणं स्यात्, यत् प्राकृतिकभाषायाः दुर्गमशक्तिसंबन्धस्य परिभाषनीयस्य च मध्ये कुत्रचित् निहितं भवति। एतत् कुन्तकमते वक्रताव्यापरमाश्रितम् । एकदा भाषा काव्यात्मका इति चिह्निता भवति तदा कुन्तकः अलंकारस्य अथवा अलङ्कारस्य उपयोगेन एतत् प्रभावं पिच कर्तुं विविधानि एककस्तरीयनिर्देशाङ्कानि प्रदाति। तस्य विभागाः वर्णः, पदः (पूर्वार्धः परार्धः च), वाक्यः, प्राकरणः इति स्तराः सन्ति । एवं ध्वन्यात्मकात् सामान्यपर्यन्तं सम्पूर्णं परिधिं स्कैन करोति । कुन्तकस्य विभागानां विविधसाहित्यरूपेषु कठोरप्रयोगः कठोरप्रयोज्ययोः सिद्धान्तीकरणस्य मार्गं कल्पयितुं शक्नोति । व्यावहारिकानुवादे एतस्य महती प्रासंगिकता अस्ति ।

1. अनुवादः तथा अर्थशास्त्रम् : तृतीयं पद्धतिगतं महत्त्वं वाक्यस्तरविश्लेषणार्थं पूर्वमीमांसपद्धतेः प्रयोगः अस्ति। प्रायः भारतीयभाषादर्शनस्य हर्मेन्युटिकस्कूलः इति परिचयः भवति । अनुवादविचारानाम् एकः महत्त्वपूर्णः पक्षः अपि अर्थशास्त्रम् अस्ति । वाक्यप्रकारेषु संलग्नाः मिमांसवर्गाः अर्थप्रकाराः च अनुवाद-अभ्यासस्य व्याख्यायाश्च कृते अधिकं सम्यक्, स्पष्टं, प्रयोज्यपद्धतिं च प्रदातुं शक्नुवन्ति इति दर्शयितुं शक्यते
2. मानवसञ्चारात् परं अनुवादः अथवा जैवअनुवादः : परियोजना यत् चतुर्थं महत्त्वपूर्णं हस्तक्षेपं कर्तुम् इच्छति तत् जैवअनुवादस्य क्षेत्रे अस्ति। उल्लेखनीयं यत् पाश्चात्यसिद्धान्तस्य जगति जैवसंकेतशास्त्रस्य उदयेन सह मानवसीनस्य पक्षानाम् अभिज्ञानं कृत्वा मानवसञ्चारस्य परिधितः बहिः संकेतविज्ञानस्य अध्ययनं मुक्तं कर्तुं प्रयत्नः भवति अस्याः प्रवृत्तेः एकस्मिन् पार्श्वे यन्त्रस्य अन्तर्जाल-आधारित-ज्ञान-व्यवस्थायाः च मानवोत्तर-जगत् निहितम् अस्ति यस्य अङ्कीय-मानव-विज्ञानं भागः अस्ति, अपरस्मिन् पार्श्वे प्राकृतिक-जगत् सह अन्तरक्रिया निवसति जैवअनुवादः अस्य द्वितीयभागस्य प्रत्यक्षः परिणामः अस्ति । जैनदर्शनं अमानवीयसत्त्वानां अन्तः संकेतव्यवहारस्य परिचयं करोति । एवं जैव-अनुवादस्य जैव-संकेत-सङ्गति-सम्बद्धानां च अस्माकं अवगमनं गभीरं कर्तुं भारतीय-ज्ञान-प्रणाल्याः महत्त्वपूर्णान् भागान् परिवर्तयितुं शक्यते, तस्य समर्थनं व्याख्यानं च कृत्वा पद्धतिं विकसितुं शक्यते ।